১৮। মৃত্যু

আপনি যখন মারা যাবেন তখন কি হবে? আপনি কি তখন তা বুঝতে পারবেন? বাইবেলে মৃত্যু সম্পর্কে কি লেখা আছে তা নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো। আমরা দেখবো যে, আমরা যদি বিশ্বাসী হই তাহলে কেন আমাদের মৃত্যুকে ভয় করার কোন কারণ নেই।

মূল পাঠ: উপদেশক ৯:১-১০

উপদেশক বইটিতে, শলোমন গভীরভাবে জীবন ও মানুষের কার্যকলাপের অর্থ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সমস্ত বিশ্ব নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং দেখেছেন যে পৃথিবীর মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যা বোঝা কঠিন।

ধার্মিক ও দুষ্ট লোকের শেষ পরিণতি যে একই হয় সে বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে তিনি কথা বলেছেন। আমরা যেন আমাদের জীবনটাকে পরিপূর্ণ উপভোগ করতে পারি, এবং আমাদের যে সুজগ রয়ছে সেই সুযোগ ব্যাবহার করে আমরা যেন আমাদের সাধ্যমতো ঈশ্বরের সেবা করতে পারি, সেই কথা বলে তিনি অধ্যায়টি শেষ করেছেন। আমরা যখন মারা যাবো তখন আমাদের জন্য আর এরকম কোন সুযোগ থাকবে না।

১. (২ পদ অনুসারে) আমাদের প্রত্যেকের জীবনের শেষ অবস্থা কি হবে?
২. যারা মৃতদের সংগে কথা বলতে পারে বলে দাবী করে তাদের জন্য এই পদগুলোর কি তাৎপর্য বহন করে?
৩. ৫ এবং ৬ পদের আলোকে আমাদের জন্য পুনরুত্থানের যে আশা রয়েছে সে বিষয়ে আমরা কি বুঝতে পারি [সহায়িকা: “সূর্যের নীচে” বলতে কি বুঝান হয়েছে?]
৪. ৮ পদটির অর্থ কি?

মৃতেরা কিছুই জানে না

শলোমন মৃত্যুকে একটি অবচেতন অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন যেখানে কেউ কিছু চিন্তা করতে পারে না, কোন সুখ-দুঃখ, আবেগ অনুভুতি সেখানে নেই, কেউ সেখানে কিছু করতে পারে না। আমাদের সকল সচেতনতা মৃত্যুর সাথে ধ্বংস হয়ে যায়। মৃত্যুর বিষয়ে এই ধারনা সমস্ত বাইবেল জুড়ে দেখানো হয়েছে। গীতসংহিতা থেকে নিচের অংশগুলো নিয়ে চিন্তা করে দেখুন:

> মরে গেলে তোমাকে স্মরণ করা যায় না। মৃতস্থানে কে তোমার গৌরব করবে? (গীত ৬:৫)

> মৃতেরা তো সদাপ্রভুর গৌরব করে না; যারা মৃত্যুর নীরবতার মধ্যে নেমে যায় তারা গৌরব করে না; কিন্তু আমরা সদাপ্রভুর গৌরব করবো, গৌরব করবো এখন থেকে চিরকাল। সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক। (গীত ১১৫:১৭-১৮)

> কোন উচু পদের লোক, কোন মানুষের উপরে তোমরা নির্ভর কোরো না; তারা উদ্ধার করতে পারে না। তাদের প্রাণ বের হয়ে গেলে তারা মাটিতে ফিরে যায়, আর সেদিনই তাদের সব পরিকল্পনা শেষ হয়ে যায়। (গীত ১৪৬:৩-৪)

উদ্ধৃতিগুলোর শেষেরটিতে মৃত্যুকে "প্রাণ বের হয়ে গেলে" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রাণ (বা অন্যান্য অনুবাদে আত্মা) মানুষের এমন কোন অংশ নয় যা সচেতন বা যা চিন্তা করতে পারে, কারণ তা যদি হত তাহলে পদটিরে বাকী অংশগুল অর্থহীন হত। মৃত্যতে মানুষের যে প্রাণ বের হয়ে যায় সেই প্রাণকে বাইবেলের অন্যান্য যায়গায় "জীবন-বায়ু" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জীবন বায়ু

যখন ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি তার দেহটাকে সৃষ্টি করেন মাটির ধূলা থেকে। তারপর তিনি "ফূ দিয়ে" এই দেহের মধ্যে জীবন বায়ূ ঢুকিয়ে তাকে জীবন্ত করেন (আদি ২:৭)। মানুষ ছিল ঈশ্বরের অসাধারণ এক সৃষ্টি, তার সৃষ্ট অন্যান্য সকল জীব-জন্তু থেকে সে ছিল আলাদা, কিন্তু এই জীবন বায়ু শুধু কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই ছিলো না (আরও দেখুন আদি ১:৩০)। পশু-পাখিদের মধ্যেও এই জীবন বায়ু আছে বলে বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, মহাবন্যার ঘটনায় বলা হয়েছে:

> এর ফলে মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো সমস্ত প্রাণী, পাখী, গৃহপালিত আর বন্য পশু, ঝাক বেধে চলে বেড়ানো ছোট ছোট প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ মারা গেল। শুকনা মাটির উপরে যে সব প্রাণী বাস করত, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে যারা বেঁচে ছিলো (বা যত প্রাণীর নাকে প্রানবায়ুর সঞ্চার ছিল) তারা সবাই মরে গেল। (আদি ৭:২১-২২)

জীবন বায়ু হলো সেই শক্তি যা দিয়ে ঈশ্বর জীবন্ত সব কিছু জীবিত রাখেন। এটি না থাকলে, আমরা মারা যেতাম। গীতসংহিতাত ১০৪ অধ্যায়ে ঈশ্বর যে সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তার বিবরণ দিয়ে এই কথা বলা হয়েছে :

> . . .তুমি তাদের জীবন-বায়ু নিয়ে গেলে তারা মরে যায়, আবার তারা ধূলা হয়ে যায়। তোমার আত্মা পাঠালে তাদের সৃষ্টি হয়; তুমি নতুন নতুন প্রাণ দিয়ে পৃথিবীকে সাজাও। (গীত ১০৪:২৯-৩০)

এখানে যে হিব্রু শব্দ থেকে "জীবন-বায়ু" আর "আত্মা" শব্দ দু'টি অনুবাদ করা হয়েছে সেই হিব্রু শব্দ দুটি একই শব্দ। বিষয়টি হলো এরকম যে, ঈশ্বরের আত্মা বা এই বায়ু (বা জীবন-বায়ু)সব প্রাণীকে জীবন দেয়, আর তিনি যখন তা নিয়ে যান জীব মারা যায়।

ধূলাতে ফিরে যাওয়া

আদম আর হবা পাপ করার পরে পৃথিবীতে মৃত্যুর শুরু হয়। (১৭ অধ্যায়: পাপ দেখুন)। ঈশ্বর আদমকে বলেছিলেন:

> তোমার জন্য মাটি অভিশপ্ত হোল . . . যে মাটি থেকে তোমাকে তৈরী করা হয়েছিল সেই মাটিতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাকে খেতে হবে। তোমার এই ধূলার দেহ ধূলাতেই ফিরে যাবে। (আদি ৩: ১৭-১৯)

মৃত্যুকে প্রায়ই বাইবেলে "ধূলাতে ফিরে যাওয়া" বলে প্রকাশ করা হয়েছে। আর আক্ষরিকভাবেও ঠিক তাই-ই ঘটে। একমাত্র কোন রূপক গল্পে ছাড়া বাইবেলের কোথাও বলা হয়নি যে কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরেও ভিন্ন কোন অস্তিত্বে বিদ্যমান থাকে।

পরবর্তীতে উপদেশকে, শলোমন মৃত্যুকে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন:

> মাটি মাটিতেই ফিরে যাবে, আর যে আত্মা ঈশ্বর দিয়েছেন সেই আত্মা তার কাছেই ফিরে যাবে। (উপদেশক ১২:৭)

এখানে আরেকবার, "আত্মা" শব্দটি "বায়ু" (বা জীবন-বায়ু) শব্দের অনুবাদ। যে শক্তি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, ঈশ্বর যখন তা অপসরণ করেন আমরা ধূলাতে মিশে শেষ হয়ে যাই।

মরনে ঘুম

মৃত্যু বুঝাতে বাইবেলে সচারাচার আরেকটি যে শব্দ ব্যাবহার করা হয় তা হল "ঘুম"। যেমন:

> হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে উত্তর দাও; আমাকে শক্তি ফিরিয়ে দাও, নইলে আমার উপর আসবে মরণের ঘুম। (গীত ১৩:৩)

> [যীশু বললেন] "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।" এতে শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "প্রভু, যদি সে ঘুমিয়েই থাকে তবে সে ভালো হবে।" যীশু লাসারের মৃত্যুর কথা বলছিলেন কিন্তু তার শিষ্যেরা ভাবলেন তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথা বলছেন। (যোহন ১১:১১-১৩)

> এর পরে তিনি [যীশু] একই সময়ে পাঁচশোরও বেশী ভাইদের দেখা দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গিয়েছে। (ইংরেজী বাইবেলে সাধারণত এই পদটিতে মারা গিয়েছে বুঝাতে বলা হয়েছে "fallen asleep" অর্থাৎ ঘুমিয়ে পরেছে বা নিদ্রাগত হয়েছে) (১ করি ১৫:৬)।

বাইবেলে এইভাবে 'ঘুম' দ্বারা রূপক ভাবে মৃত্যুকে বোঝানোর একটা বিশেষ কারণ আছে। আর তা হল, ঠিক যেমন মানুষ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তেমনি তারা মৃত্যু থেকেও জেগে উঠবে! তাই দানিয়েল ভাববাদীর লেখায় বলা হয়েছে:

> পৃথিবীর মাটিতে ঘুমিয়ে থাকা অসংখ্য লোক তখন জেগে উঠবে, কেউ কেউ উঠবে অনন্তকাল বেঁচে থাকবার জন্য, আবার অন্যেরা উঠবে লজ্জার ও চিরস্থায়ী ঘৃণার পাত্র হবার জন্য। (দানিয়েল ১২:২)

মৃত্যু সবার জন্য চিরস্থায়ী ঠিকানা না। যারা মারা গিয়েছে তাদের অনেকের জন্য, যীশুর ফিরে আসা হবে এক মহা জাগরনের অভিজ্ঞতা।

আপনার কাছের কেউ কি মারা গিয়েছে? মৃত্যু সম্বন্ধে এই শিক্ষা কি আপনাকে আপনার সেই শোক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে?

কিছু প্রায়োগিক অনুশীলন

যাদের কাছের কেউ মারা গিয়েছে এমন কারো সঙ্গে কথা বলবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন:

১. কেউ যদি মনে করে তার বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়েছে, তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আপনি কি বলতে পারেন?

২. যে বিশ্বাস করে যীশু যখন ফিরে আসবেন তখন তার স্বজন আবার জেগে উঠবে, তাকে আপনি কি বলে সান্ত্বনা দিতে পারেন?

3. যে বা যারা বিশ্বাস করে যে তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব মৃত্যুর পরে আর কখনো জীবন পাবে না, তাদের সান্ত্বনা দেবের জন্য আপনি কি বলতে পারেন?

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

মৃত্যুর পরে অবচেতন অবস্থা	গীত ৬:৫; ৮৮:১০-১২; ১১৫:১৭; ১৪৬:৩-৪; উপদেশক ৯:১-১০।
ধুলাতে ফিরে যাওয়া	আদি ৩:১৭-১৯; ইয়োব ১০:৯; ৩৪:১৫; গীত ৯০:৩; ১০৪:২৯; উপদেশক ৩:২০: ১২:৭।
মৃত্যু হল ঘুম	দ্বি.বি. ৩১:১৬; ইয়োব ৭:২১; ১৪:১২; গীত ১৩:৩; দানিয়েল ১২:২, মথি ৯:২৪; যোহন ১১:১১-১৩; প্রেরিত ১৩:৩৬; ১ করি ১১:৩০; ১৫:৬,৫১; ইফি ৫:১৪; ১ থিষ ৪:১৪; ৫:১০।

আত্মা কি অমরনশীল?

অনেকেই বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেকের অমরনশীল একটা আত্মা আছে যা মৃত্যুর পরে স্বর্গে চলে যায়। আমরা এই পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম তার থেকে এই ধারণারটির জন্য কতটুকু সমর্থন পাওয়া যায়? আসলে বাইবেলে এই ধারণাটির জন্য কোন সমর্থন পাওয়া যায় না!

বাইবেলে “আত্মা” শব্দটিকে দুই ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে: কোন কোন জায়গায় এটি দ্বারা একজন ব্যক্তিক বোঝানো হয়েছে, আবার অন্যান্য জায়গায় এটি দ্বারা মানুষের অন্তরের অনুভূতি বোঝানো হয়েছে। যেমন: যিহিষ্কেল ভাববাদী একজন “ব্যক্তি” বুঝাতে “আত্মা” শব্দটি ব্যাবহার করেন আর তাই তার লেখায় আমরা পাই

> যে পাপ করবে (ইংরেজীতে: “the soul who sins” অথবা “যে আত্মা পাপ করে”) সে-ই মরবে। ছেলে বাবার দোষের জন্য শাস্তি পাবে না আর বাবাও ছেলের দোষের জন্য শাস্তি পাবে না। (যিহি ১৮:২০)

তার মানে আমরা বলতে পারি প্রত্যেক *ব্যক্তি* তার নিজ নিজ পাপের জন্য শাস্তি পাবে, কেউ তার বাবা বা তার সন্তানের পাপের জন্য শাস্তি বহন করবে না। আত্মা শব্দটির আরেকটি ব্যাবহার আমরা বহুল প্রচলিত একটি পদে দেখতে পাই, যেখানে বলা হয়েছে "তোমরা প্রত্যকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রান ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভালবাসবে"। এখানে এটা স্পষ্ট যে আমাদের সমস্ত অন্তঃ-সঙ্কল্প দিয়ে সদাপ্রভুকে ভালোবাসতে বলা হচ্ছে। এই দুই জায়গাতেই "আত্মা" বা ইংরেজী "soul" শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে। এই দুটি পদের কোনটিতেই "আত্মা" শব্দটি (বা এর অনুবাদ দ্বারা) মৃত্যুর পরের কোন সচেতন অবস্থার কথা বোঝানো হয়নি।

বাইবেলে মৃত্যুর পরে আমাদের প্রত্যাশার কথা বলে, কিন্তু সেই প্রত্যশা মৃত্যু হওয়া মাত্রই পূরণ হবে না। বাইবেলে আমাদের পরবর্তী জীবনের যে আশা দেয় তা হোল, যীশু যখন ফিরে আসবেন তখন আমাদের শরীরের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে। আমাদের এমন কোন আশা নেই যেখানে আমাদের মৃত্যুর পরে দেহহীন এক অস্তিত্ব ঘুরে ফিরে বিদ্যমান থাকবে।

বাংলা অনুবাদ মন্তব্য: ইংরেজী "soul" শব্দটি বাংলাতে বিভিন্ন ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। soul = আত্মা, প্রান, অন্তঃকরণ ইত্যাদি। অনেক বাংলা বাইবেলে কোন কোন ক্ষেত্রে, "আত্মা" শব্দটি ভুল পূর্বক অনুবাদ করা হয়ছে "পবিত্র আত্মা"। সঠিক অনুবাদ নিশ্চিত করতে আত্মা সম্পর্কিত পদগুলো পড়বার সময় একাধিক বাইবেলর সাথে আপনার বাইবেলের পদ মিলয়ে দেখুন। বাংলা ক্যারী বাইবেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে "আত্মা" শব্দটির সঠিক ভাবে ব্যাবহার (বা অনুবাদ) করা হয়েছে।

সারাংশ

বাইবেলে মৃত্যুর যে বিবরণ পাওয়া যায়:

- এটি হোল "জীবন বায়ু" যা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায়।
- মৃত ব্যক্তি অবচেতন ভাবে তার সমাধিতে পড়ে থাকে
- মৃত ব্যক্তির দেহ ধূলায় মিশে যায়
- যীশু যখন ফিরে আসবেন, তখন অনেককে জাগিয়ে তোলা হবে এবং বিচার করা হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনন্ত জীবন পাবে।

আমরা কেন মারা যাই

পৌল লিখেছেন

> একটি মানুষের মধ্য দিয়া পাপ জগতে এছিল ও সেই পাপের মধ্য দিয়া মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ পাপ করেছে বলে এইভাবে সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। . . . তবুও আদমের সময় থেকে আরম্ভ করে মোশীর সময় পর্যন্ত সকলের উপরেই মৃত্যু রাজত্ব করছিল। এমন কি, ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে যারা আদমের মতো পাপ করে নি তাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করছিল। (রোমীয় ৫:১২,১৪)

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের মৃত্যুর দুটি কারণ

১. প্রথমত, আমরা আদমের কাছ থেকে বংশগতভাবে মৃত্যু পেয়েছি।
২. দ্বিতীয়ত, আমরা পাপ করার কারনে শাস্তি হিসেবে মৃত্যু পাবার যোগ্য।

যীশু এই কারণগুলোর কেবলমাত্র প্রথমটির জন্য মৃত্যু ভোগ করেছিল।

চিন্তার উদ্দীপক

১. ফিলিপীয় ১:২৩-২৪ পড়ুন। পৌল "মরে গিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে" থাকা একটা সিদ্ধন্ত হিসেবে দেখেছিলেন। এই পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি তার আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে মৃত্যুর পরে একজন মানুষের অবচেতন অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন কিছু বিদ্যমান থাকে না। তাহলে এই পদটি দ্বারা পৌল কি বুঝিয়েছেন?
২. ১ শমূয়েল ২৮:৭-২০ পদ পড়ুন।
৩. (ক) এই অনুচ্ছেদ থেকে আমরা কিভাবে বুঝতে পারি যে, এই মহিলাটি যে "মৃতদের লোকদের সাথে" কথা বলতে পারতো বলে দাবী করতো, সে আসলে সেই মৃত ব্যাক্তিদের চোখে দেখতে পারতো না।
   (খ) আসলে কি শমূয়েল জীবন ফিরে পেয়েছিল, নাকি এটা কেবলমাত্র একটা দর্শন ছিল?
   (গ) মোশীর নিয়মে যেখানে মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নিষেধ করা হয়েছিলো তা খুজে বের করুন।

সহায়ক অনুসন্ধান

১. মথি ১০:২৮ পদের ব্যাখ্যা করুন।
২. (ক) ২ তীমথিয় ১:১০ এবং ইব্রীয় ২:১৪ এই দুই জায়গাতেই বলা হয়েছে যে যীশু "মৃত্যুকে ধ্বংস" করেছেন। এই কথার অর্থ কি [সহায়িকা: রোমীয় ৬:২৩ পদ দেখুন]
৩. (খ) ইব্রীয় ২:১৫ পদে বলা হয়েছে যে যীশু আমাদেরকে মৃত্যুর ভয় থেকে "মুক্ত করেছেন"। মৃত্যুতে কোন আমাদের কোন ভয় পাবার ভয় পাবার কারন নেই? আপনি কি মারা যাবার ভয় পান? কেন ভয় পান বা পান না - তা ব্যাখ্যা করুন। আরো দেখুন ১ থিষ ৪:১৩ পদ।
৪. আপনি বাইবেল থেকে এমন কোন্ কোন পদ খুজে বের করতে পারেন যা "আত্মহত্যা" বিষয়টির উপরে বাইবেল ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে সাহায্য করতে পারে?

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- What the Bible teaches লেখক Harry Tennant (Christadelphian কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৬), ৩ অধ্যায়: "Death: friend or foe" ৮ পৃষ্ঠা।
- Wrested Scriptures লেখক Ron Abel (The Christadelphians, Pasadena কর্তৃক প্রকাশিত) ১০৩-১১৫ পৃষ্ঠাতে মৃত্যু সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা প্রায়ই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

আরও দেখুন

১৫. এদোনের ঘটনা

১৯. নরক

২৩. ভুত আর প্রেত

৪৩. পুনরুত্থান

৪৪. বিচার